মসজিদ মিশন

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

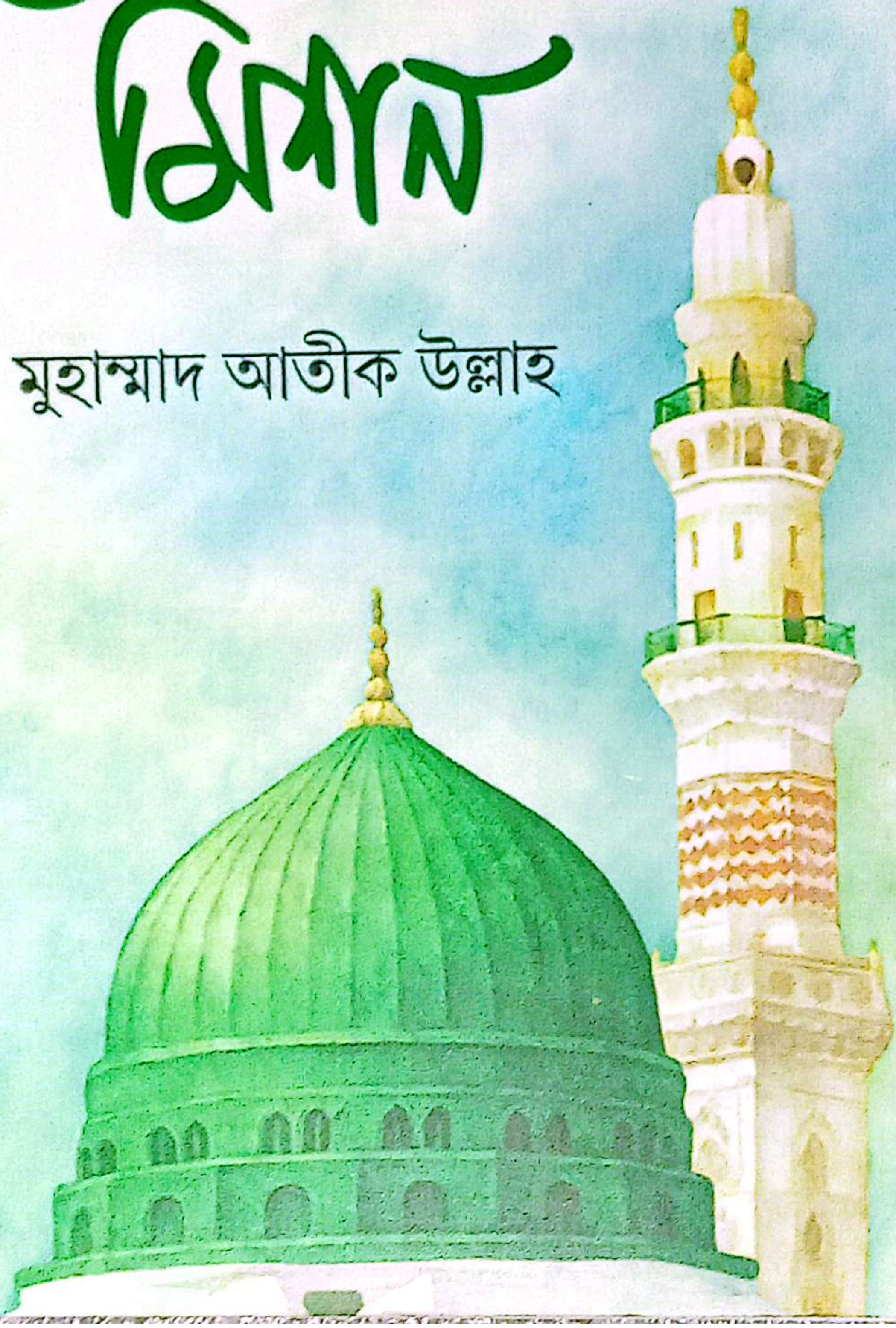

CamScanner

বিনীত নিবেদন

বইয়ে প্রস্তাবিত চিন্তার আলোকেই আমরা

- ইশকুল অব লাভ
- দোস্ত জানেমান
- দ্বিখণ্ডিত ভালোবাসা

এই তিনটি উপন্যাস সাজিয়েছি। এ ছাড়া আমাদের জীবনজাগার গল্প সিরিজের ১৮-টি বইয়ে আমরা আত্মশুদ্ধি, মূল্যবোধ ও জনসেবার বিভিন্ন রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আগ্রহ বোধ করলে নেড়েচেড়ে দেখার বিনীত অনুরোধ রইল

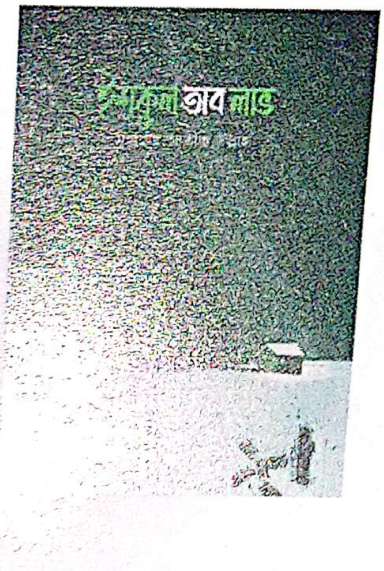

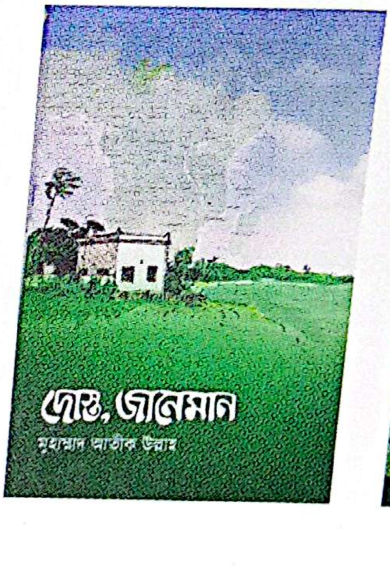

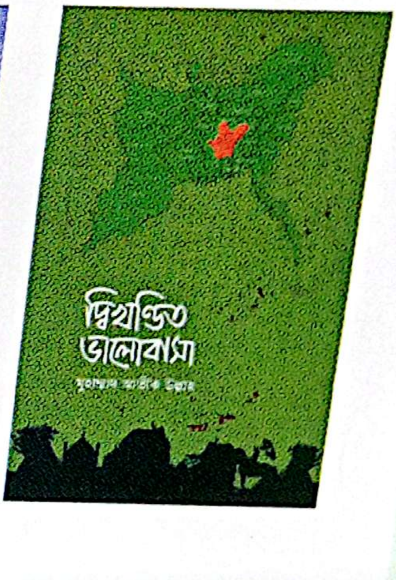

CamScanner

মসজিদ মিশন

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ
মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম
মধ্যবাড্ডা, ঢাকা

মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম
✆ 01552-738562

- **প্রকাশকাল**
  ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

- **ইমেইল**
  maktabatulazhar2@gmail.com

- **প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র**
  ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
  ✆ 019 24 07 63 65

- **শাখা বিক্রয়কেন্দ্র**
  ১, কওমি মার্কেট, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
  ✆ 01687 18 30 12

- **প্রচ্ছদ :** কাজী যুবাইর মাহমুদ

মূল্য : ৫০/- টাকা মাত্র

১. ইহদা

ইমাম সাহেবকে, খতিব সাহেবকে, মুহতামিম, প্রিন্সিপাল সাহেবকে, আলেমকে, দাঈকে, সচেতন মুসলিমকে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দীনের জন্য জানমাল কুরবান করার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে নিজ এলাকায় পরিকল্পিত ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য সামনে রেখে মেহনত করার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিগুলো নিয়ে জোরদার মেহনত করার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিজ এলাকার প্রতিটি ঘরে সশরীরে দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর তাওফিক দান করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রতিটি শিশু এবং প্রতিটি নাগরিককে নিয়ে গুরুত্বের সাথে কাজ করার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিজ এলাকার প্রতিটি অমুসলিমকে নিয়ে ফিকির করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

২. বিসমিল্লাহ

ইমাম, খতিব, মুহতামিম, আলেম, মুয়াযযিন, খাদেমে সাহেবগণকে গণমুখী হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে এই বই। আমাদের কাজ যেন মসজিদ-মাদরাসার চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে না পড়ে, এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এই বই। দেশজুড়ে আমরা কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখি। নতুন মসজিদ নির্মাণ, যুগোপযোগী মাদরাসা স্থাপন, মকতব প্রতিষ্ঠা, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, সমাজসেবা, স্কুল কোচিং, সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলার সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম শুরু করতে চাই। মসজিদ-মাদরাসার পক্ষ থেকে দরসে কুরআন, দরসে হাদীস, ইসলামি আকায়েদ, সীরাহ, ফিকাহ পাঠদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাই। ইসলাম, বিশ্ব ও দেশের ইতিহাস, সমসাময়িক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে চাই। এসব উদ্যোগে নারীরাও যাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন—সেটা নিশ্চিত করতে চাই। আয়োজনগুলোতে উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষা যেমন বাধ্যতামূলক, উদ্যোগগুলোও যেন এলাকার প্রতিটি নারী-পুরুষ বাধ্যতামূলকভাবে অংশগ্রহণ করে—সে ব্যবস্থা গ্রহণ

করতে চাই। দীর্ঘমেয়াদি দরসগুলো যেন খুব বেশি দীর্ঘ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখব। প্রতিটি আয়োজনের শেষে পুরস্কার ও সনদ বিতরণের ব্যবস্থা করব। বিষয়ভিত্তিক আয়োজনগুলো দিনব্যাপী হতে পারে; শবগুজারিভিত্তিক হতে পারে। একটি সরকার যা করে, মসজিদ-মাদরাসার পক্ষ থেকে এলাকায় সেসব কাজ আঞ্জাম দেয়ার ফিকির করতে পারি, তাহলে মসজিদ-মাদরাসা হয়ে উঠবে মানুষের আস্থার প্রতীক, ভরসার জায়গা। বইতে যেসব প্রস্তাবনা বা খেয়াল পেশ করা হয়েছে, মসজিদ-মাদরাসায় সবগুলোই বাস্তবায়ন করতে হবে—এমনটা জরুরি নয়, তবে এসব নিয়ে এলাকাবাসীর সাথে আলাপ-আলোচনা করতে কোনো অসুবিধা নেই। এই পুস্তিকায় আমরা কিছু প্রস্তাবনা পেশ করেছি। এর বাইরে আরো অনেক কিছু করা যেতে পারে। নিজেদের খেয়াল আমাদেরকে জানালে, পরবর্তী সংস্করণে যোগ করে দিব, ইন শা আল্লাহ।

রব্বে কারিম আমাদেরকে আল্লাহর জন্য, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য, উম্মাহর জন্য, দীনের জন্য সবকিছু কুরবান করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

৩. মসজিদ

মসজিদ হবে মুসলিম সমাজের প্রাণকেন্দ্র, নিউক্লিয়াস। মসজিদকে ঘিরে আবর্তিত হবে দেশ ও সমাজের সবকিছু। মাদরাসাগুলো হবে মসজিদের সহযোগী। মসজিদ ও মাদরাসার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মেহনতে বদলে যেতে পারে পাড়া, মহল্লা, গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, জেলা, বিভাগ দেশ, বিশ্ব। ইনশাআল্লাহ।

৪. একটু ভেবে দেখি

স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিগুলো আমাদের দাওয়াতি মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। আমি একজন ইমাম, আমি একজন খতিব, আমি একজন আলেম, আমি একজন মুহতামিম, আমি একজন দাঈ, আমি একজন সচেতন মুসলিম। আমার বাড়ির পাশে, আমার মসজিদের পাশে, আমার মাদরাসার পাশে স্কুল বা কলেজ আছে। নিজেকে একটু প্রশ্ন করি, আমি কি কখনো দাওয়াতের নিয়তে স্কুলটিতে উঁকি মেরে দেখেছিলাম? আমার পাশেই

বছরের পর বছর শত শত ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে; তাদেরকে দীন শেখানোর কোনো ফিকির মাথায় এসেছিল? তাদের প্রতি কি আমার কোনো দায়িত্ব নেই? আমি কি চাইলে পারি না তাদেরকে সপ্তাহ, মাস বা বছরে অন্তত একবার হলেও দীনের কথা শোনাতে?

৫. আকুল আবেদন

আমি চাইলে একটি স্কুল, কলেজ বা ভার্সিটির দায়িত্ব নিতে পারি; খুব কঠিন কিছু নয়। আমি প্রতিজ্ঞা করতে পারি, আমার বাড়ির পাশের স্কুলে যত ছাত্রছাত্রী পড়তে আসবে, আমি তাদের যেকোনো মূল্যে দীন শেখাব। এজন্য আমার জান, মাল সব কুরবান করব। প্রত্যেক দীনদরদি ভাই বা বোন যদি একটি স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করি, এভাবে ৫ বছর, ১০ বছর বা ২০ বছর টানা মেহনত করি, তাহলে দেশে ইসলামি শাসনব্যবস্থা কায়েম হওয়া খুব কঠিন কিছু নয়। আমি যদি খেয়ে না খেয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের পেছনে উঠেপড়ে লাগি, প্রধান শিক্ষক ও স্কুল কমিটির সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলি, ইখলাসের সাথে নিঃস্বার্থভাবে ছাত্রদের নিয়ে দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যাই, তাহলে ইসলামি সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে খুব বেশি সময়

লাগবে না। ইনশাআল্লাহ। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে নিজের গ্রামকেই কর্মক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

৬. কাজের পদ্ধতি

কাজটা করব কীভাবে? কাজের পদ্ধতি কী হবে?

আপাতত আমরা 'ইসলাম : ভালো কিছু করি' বইটি বিতরণের মাধ্যমে মেহনত শুরু করতে পারি। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে কাজ শুরু করে দিলে আল্লাহ তাআলা কতশত আইডিয়া মাথায় এনে দেবেন, হিসাব করে কুলিয়ে উঠতে পারব না।

৭. স্কুলভিত্তিক মেহনত

১. প্রধান শিক্ষক বা পরিচালনা পরিষদের প্রধানের সাথে দেখা করে 'ইসলাম : ভালো কিছু করি' বইটি পেশ করব।

২. বইটিতে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। বইটি আগাগোড়া পড়তে সর্বোচ্চ ৪০ মিনিট ব্যয় হবে। একবার বইটা পড়া থাকলে ইসলামের বেসিক নলেজ সম্পর্কে অস্পষ্টতা দূর হয়ে যাবে।

৩. বইটিতে কোনো ধরনের দলীয় বা একপেশে বক্তব্য

নেই। এটি ভালোভাবে পড়লে দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম পালন করার মতো প্রয়োজনীয় ইলমও অর্জন হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

৩. কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলে বইটি আমরা শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে হাদিয়া দিতে চাই। সম্ভব হলে শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। সেটা ক্লাসে ক্লাসে গিয়েও হতে পারে, অডিটোরিয়ামে সবাইকে একসাথ করেও হতে পারে বা সকালে এসেম্বলিতেও হতে পারে। আমরা মূলত শিক্ষার্থীকে তিনটি সুন্নত শেখাতে চাই। স্কুল কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলে বইয়ের পঞ্চম পৃষ্ঠায় বর্ণিত তিনটি সুন্নত ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়ে দেবো।

৮. মসজিদভিত্তিক স্কুল

আমরা চাইলেই প্রতিটি মসজিদ ও মাদরাসার পাশে একটি মানসম্পন্ন স্কুল গড়ে তুলতে পারি। এ ধরনের স্কুল দেশ-বিদেশে অসংখ্য আছে। ইসলামিক কিন্ডারগার্টেনের বেশ চাহিদা। ইংলিশ মিডিয়ামে ইসলামিক স্কুলের চাহিদাও কম নয়। স্কুলে নিয়মতান্ত্রিক পাঠ্যসূচির পাশাপাশি মৌলিক ধর্মীয় জ্ঞান ও কুরআন কারিম হিফযের ব্যবস্থা রাখতে পারলে সোনায় সোহাগা। সন্তান স্কুলে পড়ার পাশাপাশি

কুরআনের হাফেয হচ্ছে—এটা অভিভাবকদের অনেক বেশি পছন্দের বিষয়। স্কুলের সিলেবাস কেমন হবে, দেশে ও বিদেশে চলমান ইসলামিক স্কুল থেকে ধারণা নেওয়া যেতে পারে। ছাত্রদের মৌলিক জ্ঞান অর্জন, হাতের লেখা সুন্দর করার দিকে মনোযোগ দিতে পারি। খেয়াল রাখব, মসজিদ-মাদরাসার কার্যক্রম যেন কোনো অবস্থাতেই স্কুলের প্রতিযোগী অবস্থানে চলে না যায়। মসজিদ-মাদরাসা হবে স্কুলের সহযোগী।

৯. গল্প বলার আসর

মসজিদ-মাদরাসার উদ্যোগে আমরা মাঝেমধ্যে গল্প বলার আসর বসাতে পারি। বিভিন্ন বয়সের শিশু-কিশোরদের জমা করতে পারি। তাদেরকে বয়স উপযোগী গল্প শোনাতে পারি। কুরআনের গল্প, হাদীসের গল্প, নবীগণের গল্প, সাহাবিদের গল্প, সালাফের গল্প, আল্লাহর ওলিদের গল্প, মুজাহিদিনের গল্প, ইতিহাসের গল্প, সংগ্রামী মানুষের গল্প। শিশু-কিশোররাও যাতে নিজেরা একে-অপরকে গল্প শোনাতে পারে সে ব্যবস্থা রাখার চেষ্টা করব। মসজিদ-মাদরাসায় তাদের বয়সোপযোগী গল্পের বইপত্র

রাখার চেষ্টা করব। বইগুলো যেন বাচ্চারা পড়ে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করব, ইন শা আল্লাহ।

১০. নামায শিক্ষা

এলাকার প্রতিটি নারী ও পুরুষ ঠিকমতো নামায পড়তে পারেন? যারা নিয়মিত মুসল্লি, তাদের নামায হচ্ছে তো? যারা নামায পড়ছেন, দিনদিন তাদের নামায গুণে ও মানে উন্নত হচ্ছে কি? না হলে কীভাবে করা যায়—এ ব্যবস্থা কি নিয়েছি? নামাযে খুশুখুজু আছে কি না—এর খোঁজ নেব। রুকু-সেজদাগুলো যেন তুলনামূলক দীর্ঘ হয়, তার অনুশীলন করব। নামাযে যাতে মাসনুন কেরাত পড়া হয়, সে ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তুলব। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের বিভিন্ন রোকনে যেসব দোয়া পড়েছেন, সেগুলো মুখস্থ করে আমলে আনব; ইনশাআল্লাহ।

১১. দোয়া শিক্ষা

কুরআন কারিমে বর্ণিত দোয়াগুলো মুসল্লি-এলাকাবাসীদের নিয়ে পড়ার চেষ্টা করব। অর্থগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। দোয়াটিকে ঘিরে কোনো

ঘটনা, শানে নুযুল থাকলে সেটা বলার চেষ্টা করব। মা-বোনেরা যাতে এই আয়োজনে শরিক থাকতে পারেন, সে ব্যবস্থা রাখব। কুরআনি দোয়াগুলো যেন সবসময় মুখে মুখে থাকে, সে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করব। দৈনন্দিন জীবনের মাসনুন দোয়াগুলো আমলে আনব। খাবারের দোয়া, ওয়াশরুমের দোয়া, ঘুমের দোয়া, মসজিদের দোয়া, বাজারের দোয়া, ঘরের দোয়া, জামাকাপড় পরিধানের দোয়াগুলো মুখস্থ করিয়ে আমলে আনার ফিকির করব।

১২. মসজিদভিত্তিক দাওয়াহ

প্রতিটি মসজিদের আলাদা রং, আলাদা ইতিহাস, আলাদা রূপ-রস-গন্ধ। প্রতিটি মসজিদের সুবাসও আলাদা; নামায পড়ার অনুভূতিও ভিন্ন। প্রতিটি মসজিদের অযুখানা, ইস্তিঞ্জাখানা, বারান্দা, মুসল্লা দেখে ইমাম, মুয়াযযিন, খাদেম ও কমিটির রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। নামাযের খুশুখুজু নির্ভর করে ইমাম সাহেবের ওপর। তাঁর পোশাক-আশাক, টুপি-দাড়ি, তাকবির, তেলাওয়াত, রুকন আদায়ে ধীরস্থিরতা—সবকিছু মিলিয়েই মুক্তাদির নামাযে খুশুখুজু আসে।

আযান-ইকামতও গুরুত্বপূর্ণ। নামাযের সূচনা ইকামত

দিয়েই হয়। আযান-ইকামত শুদ্ধ-সুন্দর হলে নামাযের প্রস্তুতিও সুন্দর হয়। মসজিদে কোন ওয়াক্তে কেমন মুসল্লি হয়, কোন বয়সের মুসল্লি বেশি হয়—জানা জরুরি। বিশেষ কোনো মুসল্লি আছে কি না, মুসল্লিদের মধ্যে সত্যিকার আল্লাহওয়ালা কজন আছেন, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার শত বাধা উপেক্ষা করেও মসজিদে হাজির হয়ে যান কারা? কোন নসিহতের ভিত্তিতে তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রথম কাতারে তাকবিরে উলার সাথে আদায় করার ব্যাপারে এমন আপসহীন হলেন? জীবনভর এই আমল চালিয়ে গিয়ে পার্থিব কোনো উপকার পেয়েছেন? কখনো শয়তানে ধরেনি? শয়তানকে কীভাবে ধরাশায়ী করেছেন? নিজের মতো অন্যরাও যেন নামাযের পাবন্দ হয়—এজন্য কী করেছেন? না করে থাকলে আল্লাহর কাছে কী জবাব দেবেন? করে থাকলে কীভাবে করেছেন? কেমন সাফল্য পেয়েছেন? ব্যর্থ হলে কেন হয়েছেন? কীভাবে ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন? আপনার পরিবারের কী অবস্থা? নামাযের প্রতি আপনার অনমনীয় অবস্থান পরিবারকে কতটা প্রভাবিত করেছে? না করলে, কেন করেনি? করলে, তার হার কতটুকু? আপনার জীবনসঙ্গিনী আপনার মতো হয়েছেন? আপনার

সন্তান কতজন? তারা কতজন নামাযি? ছোটবেলা থেকে তাদেরকে নামাযি বানানোর জন্য কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন? তাদের পড়াশোনা কী? দীনি না দুনিয়াবি? দুনিয়াবি হলে তাদেরকে দীন শেখানোর জন্য কী করেছেন? এ ধরনের প্রশ্নগুলো করে হাল-হাকিকত জানার চেষ্টা করতে পারি।

শুধু পুরুষ নয়; এলাকার দীনদার, মুত্তাকি নারীদের খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করব। একজন পরপুরুষ বেগানা নারীদের সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া অশোভন, তাই ইমাম সাহেব নারী আত্মীয়ের মাধ্যমে খোঁজখবর করতে পারেন। তাদেরকে উৎসাহ-প্রেরণা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তারা যেন কোনো অবস্থাতেই এই ইবাদত প্রবণতা না ছাড়ে—সে ব্যাপারে মনোবল জোগাবেন।

১৪. মসজিদভিত্তিক মকতব

এলাকার মসজিদে মকতব চালু আছে? থাকলে কেমন চলছে? ছাত্রছাত্রী কজন? তাদের উপস্থিতির হার কেমন? মকতবে ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধির কোনো উদ্যোগ আছে? যারা মকতবে আসে না, তারা কেন আসে না? কারণ জানার চেষ্টা করা হয়েছিল? অত্র এলাকার প্রতিটি শিশু যেন

কুরআন ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা পায়—এ ব্যাপারে মসজিদের পক্ষ থেকে কোনো কার্যক্রম আছে? এলাকায় কোন কোন নারী মকতব পর্যায়ে শিক্ষকতা করতে সক্ষম—তার কোনো তালিকা আছে? তাদেরকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে কি? যেসব নারী নিজ উদ্যোগে মৌলিক দীন শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত আছেন—তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে? যেসব মা-বোন মকতব পর্যায়ে শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয়, তাদের মেধা ও যোগ্যতা কাজে লাগানোর জন্য কিছু করা হচ্ছে? মকতবে কী কী পড়াব, প্রতিদিন কতটুকু পড়াব, কত সময় পড়াব, কতদিনে একটি শিশুর মকতবপর্ব শেষ হবে—এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে? যারা এই মকতবে পড়া শেষ করেছে, তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার কোনো চেষ্টা আছে? বেশির ভাগ মকতবই মুমূর্ষু অবস্থায় থাকে। মসজিদ কর্তৃপক্ষ একটু সচেতন হলেই মকতবগুলো জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। মকতবগুলোকে জীবন্ত করে তোলার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করব। ইন শা আল্লাহ।

১৫. মসজিদভিত্তিক পরিবার

এলাকার বিয়ে-শাদি যেন মসজিদে হয়—এ ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। যুবকশ্রেণিকে নানা ছুতোয় মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করতে পারি। এলাকায় কোনো পরিবারে দাম্পত্যকলহ চলছে কি না, যেটা সবার জানা—ইমাম সাহেব মুরুব্বিগণের সহযোগিতায় স্বামীর সাথে কথা বলার চেষ্টা করতে পারেন। আপন কোনো নারীর মাধ্যমে তার স্ত্রীর সাথে কথা বলার চেষ্টা করতে পারেন। সমস্যার উৎস যদি শাশুড়ি, ননদ বা অন্য কেউ হয়, তাহলে তাদের সাথেও কথা বলার চেষ্টা করতে পারেন। অনেক সময় সমস্যার মূলে থাকেন স্ত্রীর মা বা বোন; তাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করতে পারেন। পরিবারগুলো টিকে থাকুক, তাদের মধ্যে মিল-মহব্বত অটুট থাকুক। সন্তানগুলো সুন্দর নিরাপদ পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে উঠুক, এ ব্যাপারে মসজিদের জোরদার ভূমিকা থাকা জরুরি।

১৬. মসজিদভিত্তিক পাঠাগার

মসজিদে কী কী বই আছে, কত ধরনের কুরআন শরিফ আছে, সেগুলো যাচাই করার চেষ্টা করব। কুরআন

শরিফগুলো সযত্নে রাখা হয়েছে কি না—দেখার চেষ্টা করব। পাঠোপযোগী কুরআন শরিফগুলো বাঁধাই করে রাখার চেষ্টা করব। ছিঁড়ে যাওয়া কুরআন শরিফ সরিয়ে সসম্মানে দাফন করার ব্যবস্থা করব। মসজিদের সেলফে বা তাকে ভ্রান্ত ফেরকার কোনো বই থাকলে সরিয়ে ফেলব। প্রয়োজনীয় বই না থাকলে তাওফিক মতো কিছু বই কিনে দেওয়ার চেষ্টা করব। বইগুলো যেন সবাই পড়ে—এ জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করব। মসজিদের বই থেকে যেন মা-বোনেরাও উপকৃত হতে পারেন, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। মকতবের ছাত্রছাত্রীদেরও এই কাজে ব্যবহার করব। তাদের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারে সপ্তাহে অন্তত একটি বই পৌঁছানোর চেষ্টা করব। বইটা যেন বাসায় নিয়ে ফেলে না রাখে—এজন্য কার্যকর ব্যবস্থাও নিব। ভালো পাঠক-পাঠিকাকে যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করব। ইন শা আল্লাহ।

১৭. মসজিদভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা

মসজিদে কারা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কুরআন তেলাওয়াত করেন? তাদের সাথে কথা বলব। কুরআন নিয়ে তাদের স্মৃতি, গল্প ও অভিজ্ঞতা জানার চেষ্টা করব।

তাদের কাছে এমন কথা জানা যায়, যা অনেক সময় বড় আলেমের কাছেও পাওয়া যায় না। তাদের কাছে জীবন্ত কুরআন দর্শন শেখা যায়। তাদের কাছে জানতে চাইব, কেন কুরআন তেলাওয়াত করেন? প্রতিদিন কতটুকু তেলাওয়াত করেন? কতদিনে খতম করেন? তাহাজ্জুদ ও নফলে তেলাওয়াতের পরিমাণ কেমন? কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে কখনো কেঁদেছিলেন? কেন কেঁদেছেন? কুরআন তেলাওয়াত করতে গিয়ে অপার্থিব কোনো অভিজ্ঞতা হয়েছে? তাহাজ্জুদে তেলাওয়াত করতে কেমন লাগে? তাহাজ্জুদে সবচেয়ে বেশি কতটুকু তেলাওয়াত করেছেন? এ মানুষগুলো প্রথমে কথা বলতে সংকোচবোধ করলেও একটু পর এই মানুষগুলো কুরআন নিয়ে কথা বলতে বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এসব প্রশ্ন শুনে অনেকে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেন। বেশির ভাগই বলেন, কুরআন তেলাওয়াত করি; যেভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে, সেভাবে কখনো ভাবা হয়নি। এবার থেকে চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

১৮. মসজিদভিত্তিক সমাজ

মসজিদের তথ্যভান্ডারে এলাকার প্রতিটি মানুষ সম্পর্কে

তথ্য থাকবে। ধনী-গরিব সবার সুবিধা-অসুবিধার কথা জানা থাকবে। এলাকাবাসীর বিপদে-আপদে মসজিদ পাশে দাঁড়াবে। কেউ ভালো কিছু করলে মসজিদের পক্ষ থেকে তার কাজের স্বীকৃতি ও পুরস্কার থাকবে। মা-বোনরাও পুরস্কার ও স্বীকৃতির আওতাভুক্ত থাকবেন। এলাকার অমুসলিমরাও মসজিদের স্বীকৃতি-পুরস্কার পাবে। এলাকার ভালো ছাত্রছাত্রীরা মসজিদের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হবে। নিয়মিত মুসল্লিদের বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হবে। নামাযি শিশু-কিশোরদের নামাযের প্রতি উৎসাহ-আগ্রহ ধরে রাখার জন্য নিয়মিত আয়োজন থাকবে। মেয়েশিশু, বালিকা ও কিশোরীরা বাড়িঘরে নামায পড়ছে কি না—খোঁজখবর রাখা হবে। নিয়মিত নামায আদায়কারীর জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে। মসজিদের পক্ষ থেকে এলাকায় উন্নয়নমূলক ও জনহিতকর কাজের উদ্যোগ নেওয়া হবে। রাস্তাঘাট নির্মাণ, ফল-ফলাদির চারা রোপণ, পতিত জমি আবাদ, পানাপুকুর পরিষ্কার করে মাছ চাষ, ভরাট হয়ে যাওয়া খাল-নালার নাব্যতা ফিরিয়ে আনা, নারী ও পুরুষকে পেশাগত দক্ষতার প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বহুমুখী কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে। মসজিদই হবে পুরো গ্রামের কেন্দ্রবিন্দু।

১৯. মসজিদভিত্তিক অর্থনীতি

মসজিদের কাছে এলাকার গরিব, বেকার, বিধবা, বিয়ের উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীর তালিকা থাকবে। ইমাম সাহেব প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করবেন। এলাকার প্রতিটি মানুষের সুবিধা-অসুবিধার দিকে নজর রাখবেন; কেউ না খেয়ে থাকলে তার ঘরে কীভাবে খাবার পৌঁছানো যায়—ফিকির করবেন। প্রয়োজনে নিজের খাবার তার মুখে তুলে দেবেন। কারা যাকাত দেওয়ার উপযুক্ত আর কারা যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত—তাদের তালিকা রাখবেন। সবাই যেন ঠিকমতো যাকাত আদায় করেন, যাকাত গ্রহণে উপযুক্তরা যেন যাকাত পান—নিশ্চিত করবেন। কোন কোন খাত থেকে মসজিদ ফান্ডে টাকা সংগ্রহ করা যায়—সেটা নিয়ে চিন্তা করবেন। পর্দানশিন নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য বিক্রিতে সহায়তা করবেন। যেসব নারী হস্তশিল্প বা অন্য কোনো কর্মমুখী যোগ্যতার অধিকারী, তাদেরকে কাজে নিয়োজিত করার উপায় বের করবেন। বেকারদের জন্য কীভাবে কর্মসংস্থান করা যায়—চিন্তা করবেন। এলাকার বৃদ্ধদের প্রতি খেয়াল রাখবেন। নিজেই সব করবেন—এমন নয়,

তরুণ-যুবকদের কাজে লাগাবেন। পুঁজির অভাবে কোনো উদ্যমী ব্যক্তি ব্যবসা শুরু করতে না পারলে তার জন্য করজে হাসানার ব্যবস্থা করবেন। সম্ভব হলে কৃষকদেরকে ফসলের উশর আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করবেন। আদায়কৃত উশর উপযুক্ত খাতে ব্যয় করবেন। মসজিদের পক্ষ থেকে পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগল পালন, পতিত জমিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা করবেন। অর্জিত অর্থ গ্রাম ও মসজিদের উন্নয়ন খাতে ব্যয় করবেন। সাধারণত মসজিদ ফান্ডের টাকা শুধু মসজিদের কাজেই ব্যবহৃত হয়। টাকা যাতে অন্য খাতেও বৈধভাবে ব্যবহার করা যায়, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২০. মসজিদভিত্তিক সেবা

সম্ভব হলে মসজিদের অধীনে কমিউনিটি ক্লিনিক থাকতে পারে। ইমাম সাহেবের অধীনে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হবে। মসজিদের সাথে একটা মুসাফিরখানা থাকতে পারে। মসজিদের অধীনে মকতব-মাদরাসা, স্কুল-কলেজ, কোচিং সেন্টার থাকতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে পারে। মসজিদের অধীনে এতিমখানা থাকতে পারে। এলাকায়

কেউ অসুস্থ আছে কি না—খোঁজখবর নেওয়া যেতে পারে। তারা গরিব হলে সবার পক্ষ থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় কি না—ফিকির করা যেতে পারে। গ্রামে বয়োবৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ, ছিন্নমূল আছে কি না, তাদের সংস্থান নিয়ে ফিকির করা যেতে পারে।

২১. মসজিদভিত্তিক জনসংযোগ

এলাকায় অমুসলিম থাকলে মসজিদের পক্ষ থেকে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাদের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজখবর রাখা যেতে পারে। অমুসলিম বাচ্চাদের পড়াশোনায় সহযোগিতা, তাদের সামাজিক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা, তাদের আর্থিক সংকটে পাশে দাঁড়ানো যেতে পারে। ইমাম সাহেবের কাছে প্রতিটি অমুসলিমের তথ্য থাকবে। সরাসরি ইসলামের দাওয়াত দিলে যদি ফেতনার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতি মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে। তারা যেন মুসলিম সমাজে নিরাপত্তা বোধ করে—এটা নিশ্চিত করা জরুরি।

CamScanner

২২. স্কুল কোচিং

মসজিদ-মাদরাসার তত্ত্বাবধানে আমরা স্কুল কোচিং চালু করতে পারি। বিনামূল্যে বা নামমাত্র বিনিময়ে স্কুলে পঠিত বিষয়গুলো নিবিড় যত্নে পড়াতে পারি। স্কুলের পড়াশোনার কাজে সহযোগিতা করতে পারি। মসজিদ-মাদরাসার পক্ষ থেকে এক বা একাধিক শিক্ষক থাকবেন, যারা স্কুলের পড়া বা সাবজেক্টগুলো ভালো করে পড়িয়ে-বুঝিয়ে দেবেন। ইংরেজি, অংক, বিজ্ঞান ইত্যাদিকে বিষয়ভিত্তিক কোর্সের মাধ্যমে ছাত্রদের মৌলিক যোগ্যতা বৃদ্ধির ব্যাপারে সচেষ্ট হতে পারি। মসজিদ-মাদরাসার পক্ষ থেকে ছাত্রদের ভর্তি কোচিং করাতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল, বুয়েটে ভর্তির কোচিংও করাতে পারি। বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারি। মসজিদ-মাদরাসা কর্তৃপক্ষ চাইলে এজন্য আলাদা শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারেন। ইমাম বা মুহতামিম সাহেব নিজেও হিম্মত করে কাজে নেমে পড়তে পারেন। প্রথম শ্রেণি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত বিষয়গুলো আয়ত্ত করা খুব কঠিন কিছু নয়। এক বছর টানা চেষ্টা করলে একজন আলেম ইন্টারমিডিয়েট

পর্যন্ত বিষয়গুলো অনায়াসে দখলে আনতে পারবেন। একটু সদিচ্ছা আর সংকল্প প্রয়োজন। ওয়াফফাকানাল্লাহ।

২৩. মসজিদভিত্তিক বাজার

সব বাজারেই এক বা একাধিক মসজিদ থাকে। বাজারের প্রতিটি ব্যবসায়ীর সাথে ইমাম ও মসজিদের সুসম্পর্ক স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। বাজারে আগত প্রতিটি মানুষ যেন মসজিদের ছোঁয়া পায়—এজন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতিটি ব্যবসায়ী ও দোকানদার যেন মসজিদের পক্ষ থেকে নিয়মিত দীন ও আমলের দাওয়াত পান—সে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এজন্য মসজিদের পক্ষ থেকে :

১. নিয়মিত তালিম ও ওয়াজ-নসিহতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেখানে সুদ বিষয়ক আলোচনা থাকবে, ব্যবসাসংক্রান্ত আলোচনা থাকবে। হালাল-হারাম, মিথ্যা বলার ভয়াবহতা, ধোঁকা-প্রতারণার ঝুঁকি, সততা, সত্যবাদিতা, লেনদেনে স্বচ্ছতা, তাকওয়া, জামাতে নামায, যাকাত, সুদি ব্যাংকে লেনদেন ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা হতে পারে।

২. মসজিদের পক্ষ থেকে বাজারে প্রবেশের দোয়া, বাজারে অবস্থানের আদব, সুন্নত ও করণীয় সম্পর্কে ব্যানার ফেস্টুন বাজারের দর্শনীয় স্থানগুলোতে টাঙিয়ে দিতে পারি।

৩. বাজারবারে ভ্রাম্যমাণ দাওয়াতের ব্যবস্থা করতে পারি। বাজারে আগত প্রতিটি মানুষ যেন মসজিদ-মাদরাসার পক্ষ থেকে কিছু না কিছু দাওয়াত পায়। বাজারে আগত শিশুদের নিয়ে কিছু করা যেতে পারে। তাদের জন্য চকলেট বা এ জাতীয় কিছুর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪. মসজিদ-মাদরাসার পক্ষ থেকে বাজারে আগত ক্রেতা-বিক্রেতাদের জন্য সেবার ব্যবস্থা রাখতে পারি। পানি পান করানো যেতে পারে, স্যালাইন বিতরণ করা যেতে পারে, প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে, রক্ত পরীক্ষা বা ডায়াবেটিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেবাপ্রদানের ফাঁকে ফাঁকে দ্বীনের কথা শোনাতে পারি।

৫. বাজারে ব্যবসায়ীদের কাছে শুধু টাকা কালেকশনের জন্য যাব না, তাদেরকে কিছু দিতেও হবে। শুধু মসজিদ-মাদরাসার প্রয়োজনের সময় তাদের কাছে হাত পাতলাম, বাকি সময় তাদের কথা মনে রাখলাম না—এমনটা হতে দিব না। ইন শা আল্লাহ।

২৪. ঘরোয়া মাহফিল

আমরা মসজিদ-মাদরাসার পক্ষ থেকে ঘরোয়া মাহফিলের আয়োজন করতে পারি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মা-বোনদের উদ্দেশ্যে দু-চার কথা বলতে পারি। টাকা-পয়সার লেনদেন হবে না, খাবারদাবারের আয়োজন হবে না। হুজুর যাবেন, কথা বলে চলে আসবেন। আগ থেকে বাড়ির পুরুষদের কথা বলে মাহফিলের সময় ঠিক করে নিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে মা-বোনেরা এসে নির্ধারিত জায়গা জমায়েত হবেন। অল্প সময় দীনি মুযাকারা হবে।

২৫. ট্যালেন্ট হান্ট

মসজিদ-মাদরাসার মহল্লায় বিশেষ প্রতিভার অধিকারী কেউ আছে কি না—খোঁজ নিতে পারি। যেকোনো বিষয়ের প্রতিভা হতে পারে। ভালো খেলাধুলা করতে পারে, ভালো গাইতে পারে, ভালো সাঁতার কাটতে পারে, ভালো গাছ বাইতে পারে, ভালো দৌড়াতে পারে, ভালো সেলাই পারে, ভালো রান্না করতে পারে, ভালো সাইকেল চালাতে পারে। মসজিদ-মাদরাসার পক্ষ থেকে তাদের যোগ্যতার স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করব। সনদ-সার্টিফিকেট দেওয়া যেতে পারে। শরিয়তসম্মত বিষয়ে আরো উন্নতি করার ব্যাপারে সহযোগিতা করা যেতে পারে।

CamScanner

২৬. আলেমের সন্ধানে

মসজিদ-মাদরাসার আশেপাশে আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ আছেন কি না—খোঁজখবর নেব। তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলব। তাদেরকে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে দাওয়াত দেবো। তাদের সাথে পরামর্শ করব। তাদের দোয়া নেওয়ার চেষ্টা করব। মসজিদ-মাদরাসা যে সমাজবিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে না যায়।

২৭. ইমাম পরিষদ

প্রতিবেশী মসজিদের ইমাম সাহেবদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলব; মিলেমিশে থাকব। জুমার বয়ান নিয়ে মুযাকারা করব। এলাকার উন্নতি-অগ্রগতি নিয়ে মতবিনিময় করব। এলাকায় দীনি পরিবেশ কায়েমের লক্ষ্যে একজোট হয়ে কাজ করব। জাতীয় ইস্যুতে সবাই এক আওয়াজে কথা বলব। জনসচেতনতা তৈরির জন্য কাজ করে যাব।

২৮. ইতিহাস-ঐতিহ্য

মসজিদ-মাদরাসার পক্ষ থেকে এলাকার ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণার আয়োজন করা যেতে পারে। এলাকায় বড় কোনো মনীষী জন্ম নিয়েছেন কি না—খোঁজ নেব। তার

জীবনকর্ম নিয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করব। গ্রামের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কি না, বিশেষ কোনো শিল্প আছে কি না—খোঁজ নিয়ে তার উন্নতির জন্য চিন্তা করব। সমস্যা থাকলে দূর করার চেষ্টা করব।

২৯. বেফাকুল মাদারিস

আশেপাশের মকতব-মাদরাসাগুলোর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে পারি। সুবিধা-অসুবিধার কথা লেনদেন করতে পারি। প্রতিদ্বন্দ্বী মনে না করে সহযোগী মনে করতে পারি। মাঝেমধ্যে নিজেরা বসে তালিবে ইলমদের ইলম, আমল, আখলাক, তালিম, তরবিয়ত, অর্থনীতি নিয়ে কথা বলতে পারি। একে অপরের সাথে পরামর্শ করতে পারি।

৩০. তালিবে ইলম

মসজিদ-মাদরাসার আশেপাশে থাকা তালিবে ইলমদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারি। কোথায় পড়ে, কী পড়ে খোঁজ নিতে পারি। তাদের লেখাপড়ায় কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না, জানার চেষ্টা করতে পারি। তাদের কোনো ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে কি না,

বাড়ি এলে ঠিকমতো নামায-কালাম পড়ে কি না—জানার চেষ্টা করতে পারি। তারা নিজ মাদরাসায় থাকাবস্থাতেও ঠিকমতো লেখাপড়া করছে কি না—খোঁজ রাখব। তার অভিভাবকের সাথেও কথা বলব। তালিবে ইলমরা যাতে আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করে এলাকার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে পারে—এখন থেকে তাদের প্রস্তুত করে তোলার মেহনত শুরু করব।

৩১. হাতের লেখা

মসজিদ-মাদরাসার পক্ষ থেকে বাংলা-ইংরেজি হাতের লেখা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারি। সাথে ক্যালিওগ্রাফির প্রশিক্ষণও হতে পারে। মসজিদ-মাদরাসার পক্ষ থেকে বহুমুখী আয়োজন থাকলে আল্লাহর ঘরের সাথে শিশুদের সম্পর্ক গাঢ় হবে। আগামী প্রজন্ম ছোটবেলা থেকেই মসজিদ-মাদরাসামুখী হবে।

৩২. প্রতিযোগিতা

কবিতা মুখস্থ করা, বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজি গ্রামার, ইংরেজি পত্রিকা পাঠ, বাংলা সাহিত্য পাঠ, ইতিহাসের বিশেষ কোনো অংশ পাঠ, সীরাহ, ব্যক্তির জীবনী,

কুরআনের নির্দিষ্ট কোনো সূরার তরজমা, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। প্রতিযোগিতার সহায়ক বই বা শিট আগেই বিতরণ করা যেতে পারে। সম্ভব হলে আগেই প্রশ্নের সাজেশন দিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

৩৩. প্রবাসী কল্যাণ

মসজিদ-মাদরাসা এলাকায় কারা দেশের বাইরে থাকেন, কারা চাকরি বা ব্যবসা সূত্রে এলাকার বাইরে থাকেন, তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা। তাদের অবর্তমানে পরিবারের কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন আছে কি না—খোঁজখবর করা। তাদের জমিজমা কে চাষ করে, তাদের বাড়িঘর কে দেখাশোনা করে—খোঁজ করা। কিছু মানুষ আছেন দুই ঈদ, বিয়ে বা জানাযার উদ্দেশ্যে এলাকায় আসেন, তাদেরকে মসজিদ-মাদরাসার সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা।

৩৪. নাইওর-কুটুম

মসজিদ-মাদরাসা এলাকার মেয়েরা তাদের শ্বশুরবাড়িতে সুখশান্তিতে আছে কি না—খোঁজ করা। তাদের কাছে

মসজিদ-মাদরাসার সুবিধা-অসুবিধার কথা জানানো। এতে মেয়েরা খুবই খুশি হয়। তার বাবার বাড়ি তাকে মনে রেখেছে—এটা তাকে অন্যরকম সুখকর অনুভূতি দেয়। এলাকার জামাইদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। তাকে সাধ্যমতো 'জামাই আদর' করা। এলাকায় কোনো মেহমান বেড়াতে এলে তাকে আদর-আপ্যায়ন করা। চলে যাওয়ার পর তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করা।

৩৫. কুরআন শিক্ষা

কুরআন পড়তে শেখা, কুরআন বুঝতে শেখা, কুরআন অনুযায়ী আমল করতে শেখা। তিন ধরনের শিক্ষাই দরকার। মসজিদ-মাদরাসার পক্ষ থেকে এজন্য সমন্বিত ব্যবস্থা থাকা জরুরি।

৩৬. হাদীস শিক্ষা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শরিফের সাথেও মানুষের পরিচয় করিয়ে দেওয়া জরুরি। প্রতিদিন বা সপ্তাহে একটি করে হাদীস মানুষের সামনে তুলে ধরা যেতে পারে। মহল্লায় হাদীস মুখস্থের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।

৩৭. সীরাহ শিক্ষা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেন মহল্লার সবাই ভালো করে চেনে, জানে ও মানে—সে ব্যবস্থা করা। নিয়মিত বিশুদ্ধ সীরাত মাহফিল আয়োজন করা যেতে পারে। সীরাহ বিষয়ক কুইজ, প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষার আয়োজন করা যেতে পারে। মা-বোনেরাও যাতে অংশ নিতে পারে—সে ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

৩৮. সাহাবা পরিচিতি

সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে আমরা দীন পেয়েছি। সাহাবায়ে কেরামের সাথে বর্তমান প্রজন্মের পরিচয় করিয়ে দেওয়া ভীষণ জরুরি। সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও গুরুত্ব ভালো করে তুলে ধরব। প্রথমে খোলাফায়ে রাশেদিন তারপর পর্যায়ক্রমে অন্য সাহাবিদের জীবনাদর্শ তুলে ধরব।

৩৯. সালাফ পরিচিতি

তাবেয়ি, তাবে তাবেয়ি, সালাফের মাধ্যমে আমরা দীন পেয়েছি। তাদের জীবন ও কর্ম জানার মাধ্যমে আমরা ইসলামের ব্যাবহারিক দিক জানতে পারব। ইসলামের

CamScanner

বিকাশ ও প্রচারের পদ্ধতি জানতে পারব। মসজিদ ও মাদরাসার পক্ষ থেকে তাদের জীবনীভিত্তিক মাহফিল-সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে।

৪০. ইতিহাস শিক্ষা

ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যেন মহল্লাবাসীর সুস্পষ্ট ধারণা থাকে, সেজন্য নিয়মিত ইতিহাসের বিভিন্ন পর্ব নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার আয়োজন করা যেতে পারে। ইতিহাসের বিশেষ অংশ নিয়ে কুইজ, প্রশ্নোত্তর, পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।

৪১. আকিদা শিক্ষা

ইসলামের মৌলিক আকিদা সম্পর্কে সবার জানা থাকা জরুরি। মসজিদ-মাদরাসায় নিয়মিত আকিদা বিষয়ক মাহফিল-সেমিনার হওয়ার উচিত। বিশেষ করে আকিদাতুত তহাবি যেন এলাকার প্রতিটি নারী-পুরুষের আয়ত্ত থাকে—সেজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ফরজ পরিমাণ আকিদার ইলম যাতে এলাকার সবাই জানে—নিশ্চিত করা।

CamScanner

৪২. ফিকহ শিক্ষা

মৌলিক মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে দরস-মাহফিলের আয়োজন করা যেতে পারে। বিষয়ভিত্তিক বা ফিকহের অধ্যায়ভিত্তিক দরস হতে পারে। প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকতে পারে।

৪৩. সুন্নাহ, আদব-আখলাক

প্রতিটি কাজের সুন্নত তরিকা ও আদব নিয়ে নিয়মিত মুযাকারা হবে। এজন্য মসজিদ-মাদরাসায় এক-দুই দিন অবস্থান করে হাতেকলমে মশকের মাধ্যমে হলে শেখাটা কার্যকর হবে।

৪৪. আত্মশুদ্ধি-তাযকিয়া নফস

কলবের বড় বড় রোগগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব। কবিরা গুনাহ সম্পর্কে আলোচনা করব। আমলে সালেহ নিয়ে আলোচনা করব। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আখলাকে হাসানাহ ও মন্দ স্বভাবগুলো সম্পর্কে মুযাকারা করব।

৪৫. শিক্ষা সফর

এলাকাবাসীকে নিয়ে শিক্ষা সফর করা যেতে পারে। শিক্ষা

সফরটা যেন সত্যি সত্যি শিক্ষার সফর হয়—সেজন্য শিক্ষামূলক নানাবিধ আয়োজন থাকতে পারে। ঐতিহাসিক জায়গায় গেলে সেখানকার ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা, নবীজির সফরগুলো নিয়ে আলোচনা। চলার পথে অডিও-ভিডিওর মাধ্যমে শিক্ষামূলক বয়ান-লেকচার-ডকুমেন্টারি সম্প্রচার। গন্তব্যে পৌঁছে এর ওপর প্রশ্নোত্তর রাখা যেতে পারে।

৪৬. এতিমখানা

মসজিদ-মাদরাসার আয়োজনে এতিমখানা থাকতে পারে। এতিম ছেলেমেয়েরা সেখানে ঠাঁই পাবে। তাদের সার্বিক তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা থাকবে। শুধু এতিমই নয়, গরিব শিশু-কিশোরদেরও সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

৪৭. বৃদ্ধাশ্রম

মহল্লায় একজন বৃদ্ধও যেন অসহায় জীবনযাপন করতে না হয়—সেদিকে মসজিদ-মাদরাসা কর্তৃপক্ষ নজর দিতে পারি। এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগিতাতেই কাজটা হতে পারে। তাহলে পুরো এলাকার ওপর আল্লাহর খাস রহমত নেমে আসবে।

৪৮. আইন ও সালিস

এলাকার বিচার-আচারও মসজিদ-মাদরাসার তত্ত্বাবধানে হতে পারে। কোনো পরিবারে দাম্পত্যকলহ চললে হেকমতের সাথে উভয়পক্ষকে বোঝানো যেতে পারে। জমিজমা, লেনদেন নিয়ে বিবাদ হলে মিটমাট করিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪৯. বৃক্ষরোপণ

পুরো এলাকায় স্থায়ীভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতিটি বাড়িতে, খালি জায়গায়, রাস্তার পাশে গাছ লাগানোর কাজ নিয়মিত চালানো যেতে পারে।

৫০. মৎস্যচাষ

এলাকার খাল-বিল ও পুকুরে নিয়মিত মাছের পোনা ছাড়া যেতে পারে। আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫১. পরিচ্ছন্নতা অভিযান

সপ্তাহ বা মাসে এলাকায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো যেতে পারে। রাস্তাঘাট, নদীনালা, খাল-বিল, পুকুর-দিঘি সবাই মিলে পরিষ্কার করতে পারি।

CamScanner

৫২. পথঘাট সংস্কার

রাস্তাঘাট মেরামতের ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারি। রাস্তার ভাঙন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি। রাস্তার পাশে পুকুর, খাল-বিল বা গভীর জলাশয় থাকলে বর্ষাকালে পাড় ভেঙে যাতে জনজীবনে দুর্ভোগ নেমে না আসে—এজন্য আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।

৫৩. দেয়াললিখন

গ্রামের বাড়িঘরের দেয়ালে, রাস্তার পাশে দেয়ালঘেঁষা বাড়িগুলোতে মালিকের অনুমতিসাপেক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর বাণী, জনসচেতনতামূলক লেখা লিখতে পারি। এটা নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারি। যাদের লেখা সবচেয়ে সুন্দর হবে, তাদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকতে পারে।

৫৪. স্ট্রিট দাওয়াহ

এলাকার শিশু-কিশোরদের নিয়ে সপ্তাহে বার কয়েক দাওয়াতে বের হতে পারি। মাদরাসা-মকতবের তালিবে ইলমদের মাধ্যমেও দাওয়াত হতে পারে। মাদরাসা-মকতবের ছাত্রীদেরও শিখিয়ে দিতে পারি—কীভাবে

বাড়িঘরে মা-বোনদেরকে দাওয়াত দেবে। ছেলেরা পথচারী, হাটুরে, ব্যবসায়ী—সবাইকে দাওয়াত দিবে।

৫৫. নাশিদসন্ধ্যা

এলাকার ছেলেদের নিয়ে নাশিদসন্ধ্যার আয়োজন করা যেতে পারে। প্রয়োজনে বাহির থেকেও মেহমান দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে। এলাকায় নিয়মিত নাশিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

৫৬. কেরাত মাহফিল

নিয়মিত কেরাত-তেলাওয়াত মাহফিলের আয়োজন করা যেতে পারে। এতে এলাকায় তেলাওয়াতের মান বৃদ্ধি পাবে।

৫৭. হিফয প্রতিযোগিতা

দশটি সূরা, ত্রিশতম পারা.. ঊনত্রিশতম পারা... এভাবে ধীরে ধীরে পরিমাণ বৃদ্ধি করে হিফয প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। পর্দার আড়ালে মা-বোনদেরও সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

৫৮. কবিতা মুখস্থ

শিক্ষণীয় কবিতা, শের-আশআর মুখস্থ বলার প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে। এ উপলক্ষ্যে অন্তাক্ষরী খেলার আয়োজন করা যেতে পারে। প্রথম প্রথম দেখে দেখে কবিতা ও শের পাঠের আয়োজন করা যেতে পারে।

৫৯. ওয়াজ-মাহফিল

নিয়মিত ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজন করা ভীষণ জরুরি। ঘরে, মসজিদে, মহল্লায়, পাড়ায়, বাজারে নিয়মিত মাহফিলের আয়োজন করতে পারি। মাহফিলের সাউন্ড-মাইকে যেন সাধারণ মানুষের কষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখব।

৬০. সেমিনার

বিষয়ভিত্তিক সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে। বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে শিক্ষামূলক সেমিনার আয়োজন করা যেতে পারে। এতে এলাকার শিশু-কিশোরের পাশাপাশি আমন্ত্রিত মেহমানও থাকতে পরেন।

৬১. মেধাবৃত্তি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেধার সাক্ষর রাখা শিক্ষার্থীদের জন্য

বৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নিয়মিত না হলেও বার্ষিক হতে পারে। পরীক্ষা উপলক্ষ্যে হতে পারে।

৬২. গুণিজন সম্মাননা

এলাকায় গুণিজন থাকলে তার সম্মাননার আয়োজন করতে পারি। অন্য এলাকার গুণিজনকে দাওয়াত দিয়ে সম্মাননা দিতে পারি। তার জীবনাভিজ্ঞতা শুনতে পারি। শিশু-কিশোররা গুণিজন থেকে কী শিখল—লিখিত বা মৌখিকভাবে তাদের কাছ থেকে জানতে পারি।

৬২. সান্নিধ্য-সোহবত

বুজুর্গ, জ্ঞানী ব্যক্তিদের দাওয়াত দিয়ে আনতে পারি। তার সাথে এলাকার শিশু-কিশোর ও লোকজন যাতে সময় কাটাতে পারেন—তার ব্যবস্থা করতে পারি।

৬৩. শবগুজারি

মসজিদ-মাদরাসায় নিয়মিত শবগুজারির আয়োজন করতে পারি। একটা রাত ইবাদত-বন্দেগি, দীনি মুযাকারায় কাটাতে পারলে আমল-আখলাক ও ফিকিরে উন্নতি আসবে, ইনশাআল্লাহ।

৬৪. চল্লিশ দিন সলাত

টানা ৪০ দিন প্রথম তাকবীরের সাথে জামাতে সলাত আদায় করলে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি মেলে, নিফাক থেকে মুক্তি মেলে, সলাতের প্রতি গুরুত্ব আসে, সলাতে ধীরস্থিরতা আসে। এলাকার ছোটবড় সবাই যেন এই ফজিলত লাভ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করব। শিশু-কিশোরদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করব। বিভিন্ন মসজিদে সাইকেল পুরস্কার দেয়া হয়। মেয়েরাও যাতে ঘরে থেকে এই ফজিলত ও পুরস্কার লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা যায় কি না চিন্তাভাবনা করা। ৪০ দিনের প্রতিযোগিতা চলাকালে সলাতের পাশাপাশি ফরজ ইলম শিক্ষাকেও কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে আরো ভালো হবে। গুনাহমুক্ত জীবন যাপন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হবে। মা-বাবা, গুরুজন, শিক্ষককে শ্রদ্ধার প্রতি উৎসাহ দেয়া হবে। সর্বোপরি ৪০ দিন শুধু সলাতই নয়, পরিপূর্ণ শরিয়াসম্মত জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। বিভিন্ন কাজের সুন্নত, আদাব, দোয়া শিক্ষা দেয়া ও পরীক্ষা নেয়া হবে।

৬৫. সাইকেল অভিযান

মাঝেমধ্যে শিশু, কিশোর, তরুণদের নিয়ে সাইকেল অভিযান পরিচালনা করা যেতে পারে। পাঁচ, দশ কিলোমিটার বা আরো বেশি দূর থেকে ঘুরে আসা যেতে পারে। এ ধরণের আয়োজনে শরীরমন সুস্থ থাকে, সতেজ থাকে। নেশাভাংয়ে জড়িয়ে পড়ার আশংকা কমে। সাইকেল অভিযানটা যেন নিছক ঘোরাফেরা না হয়, সেদিকে নজর রাখব। চলার পথে জিকির হতে পারে, দ্বীনি মুযাকারা হতে পারে। নজরের হেফাজতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে।

৬৬. সাঁতার-দৌড়

নিয়মিত সাঁতার ও দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পরি। শরিয়তসম্মত খেলাধূলার আয়োজন করতে পারি।

৬৭. শরীরচর্চা

এলাকার সবাই যেন শরীরচর্চা করতে পারে, সে ব্যবস্থা রাখার চেষ্টা করব। সবাই মিলে একটা ব্যয়ামাগার তৈরি করতে পারি। নিয়মিত দৌড়াতে পারি, ঘামঝরিয়ে খেলতে পারি, সাঁতার কাটতে পারি। ব্যয়ামের ফাঁকে ফাঁকে দ্বীনি

মুযাকারা করতে পারি। সময়টা যেন শুধু ব্যয়ামেই না কাটে, সেদিকে নজর রাখব। শরীরে পরিশ্রম, মুখে ও কলবে আল্লাহর জিকির থাকবে।

৬৮. এতেকাফ

রমজানের শেষদশকে এলাকার উঠতি বয়েসী তরুনযুবাদের নিয়ে এতেকাফে বসতে পারি। দশটা দিন আল্লাহ তাআলার ঘরে, রাব্বে কারীমের সান্নিধ্যে কাটাতে পারি। দশদিনের প্রতিটি সেকেন্ডকে পরিকল্পিতভাবে ব্যয় করতে পারি। এতেকাফকারীদের ঈমান-আকীদা, সলাত-তিলাওয়াত, আদবকায়দা, আত্মা-চিন্তা শুদ্ধ করার মেহনত করতে পারি। তাহাজ্জুদ, তারাবীহ, পাঁচওয়াক্ত নামাজ, মাসনুন আমলে অভ্যস্ত করে তুলতে পারি। প্রতিদিন কিছু সময় গঠনমূলক পাঠে ব্যয় করতে পারি।

৬৯. পাঠচক্র

সববয়েসীদের জন্য পাঠচক্রের ব্যবস্থা থাকবে। পাঠচক্র নির্দিষ্ট বই নিয়ে হতে পারে, বিষয় নিয়ে হতে পারে, ব্যক্তিকে নিয়ে হতে পারে। সবাই আগে থেকে পড়ে আসবে, তারপর একসাথে বসে কে কী পড়ল, কী শিখল, কী জানল, কী অর্জন করল, সেটা অন্যদের বলবে। পঠিত

বই, বিষয়, ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা খাতায় লিখে জমা দিবে।

৭০. গল্প-কবিতা

গল্প, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, উপন্যাস লেখার প্রতি উৎসাহ দিতে পারি। কেউ লেখা জমা দিলে সেটা নিয়ে পাঠের আসর বসাতে পারি। লেখককে উৎসাহ দিতে পারি। কীভাবে আরো উন্নতি করতে পারে, পরামর্শ দিতে পারি। পাঠের আসরে মাঝেমধ্যে অভিজ্ঞ লেখকদের দাওয়াত দিয়ে আনতে পারি।

৭১. দেয়ালিকা

এলাকার শিশু, কিশোর, তরুনদের নিয়ে দেয়ালিকা প্রকাশ করতে পারি। হাতে লিখে বের করতে পারলে ভালো। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে দেয়ালিকা প্রকাশিত হতে পারে। বিশেষ করে বড় ছুটিতে যখন শহর থেকে সবাই গ্রামে/এলাকায় বেড়াতে আসে তখন। দেয়ালিকায় মেয়েদের লেখাও যাতে থাকে, সেদিকটা খেয়াল রাখব।

৭২. পত্রিকা

এলাকার উৎসাহী ছেলেদের নিয়ে মাসে, ছয়মাসে বা

বছরে অন্তত একটা সাময়িকি বের করার চেষ্টা করব। যতবেশি সম্ভব ছেলে ও মেয়ের লেখা সংকলন করার চেষ্টা করব। পত্রিকার প্রকাশনা উপলক্ষ্যে বড়সড় মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান করব।

৭৩. চিঠিপত্র

এলাকায় চিঠি লেখার প্রচলন করতে পারি। ইমাম সাহেবকে ছেলেরা চিঠি লিখবে, হুজুর ছেলেদের কাছে চিঠি লিখবেন। সবাই মিলে পরামর্শ করে বড় কোনো ব্যক্তির কাছে চিঠি লিখব। বড় মানুষটা যেন ছোটদের চিঠির জবাব দেন, সে চেষ্টা করব। এমন একটা চিঠি শিশু-কিশোরদের জীবনে অনেক বড় প্রাপ্তি হিসেবে থেকে যাবে। আজীবন তার সুখস্মৃতি হয়ে থাকবে।

৭৪. কুরআনচর্চা

এলাকার ছেলেদের নিয়ে বিষয়ভিত্তিক আয়াতের চর্চা করব। সম্ভব হলে নিজ ঘরের মা-বোনদের মাধ্যমে এলাকার মেয়েদেরও এই চর্চায় শরীক করব। নামাজের সময় দেখা হলে কোনো বিষয়ে একটা আয়াত বলব। আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন? ইবাদতের জন্য। সুরা যারিয়াতের ৫৬-তম আয়াত শুনিয়ে দিব। সুরা রহমানে

CamScanner

বারবার উচ্চারিত আয়াতখানা কী? সুরা বাকারার শুরুতে মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য বলা আয়াতগুলো কী? এভাবে অল্প অল্প করে আয়াতগুলো শিশু-কিশোর-তরুনদের সামনে আনতে পারি।

৭৫. সুন্নাহচর্চা

দৈনন্দিন জীবনে পালনীয় সুন্নাহগুলো নিয়মিত মনে করিয়ে দিব। জীবনগঠনমূলক হাদীসগুলো মুখস্থ করিয়ে দিব। মাঝেমধ্যে একঘণ্টা বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিশু-কিশোর, তরুণযুবাদেরকে মসজিদ-মাদরাসায় এনে জরুরি হাদীসগুলো আলোচনা করব, মুখস্থ করাব। এজন্য একটা শীট বানিয়ে হাতে হাতে দিয়ে দিব।

৭৬. সহজ বিয়ে

মসজিদ-মাদরাসার অন্যতম কাজ হল সমাজে নীতি-নৈতিকতা ঠিক রাখা। সমাজে মূল্যবোধ ধরে রাখা। সমাজ থেকে অনৈতিকতা, অশ্লীলতা দূর করা। এজন্য বিয়েকে সহজ করতে হবে। বিয়েকে লোভনীয় করে তুলতে হবে। বিয়েকে আকর্ষণীয় করে তুলবে। বিয়ের উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীর জন্য নিয়মিত দোয়া করতে হবে। বিয়ের সম্পর্কে ভয়ভীতি দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে। ইমাম সাহেব

CamScanner

পাত্রপাত্রীর অভিভাবককে বুঝিয়ে শুনিয়ে বিয়ের জন্য রাজি করাবেন। গুনাহমুক্ত জীবন যাপনের উপকারিতা বোঝাবেন।

৭৭. ম্যাচম্যাকিং

ইমাম সাহেব সমাজ গঠনের পাশাপাশি পরিবার গঠনেও সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন। এলাকায় বিয়ের উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীদের একটা তালিকা মসজিদ-মাদরাসায় থাকবে। ইমাম সাহেব নিরবচ্ছিন্নভাবে উভয়পক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন। ইমাম সাহেব সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে যাবেন। ইমাম সাহেব হবেন সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। মূলচালিকাশক্তি।

৭৮. বিয়ের আসরে

এলাকার বিয়েশাদিতে ইমাম সাহেব অন্তত একবার হলেও উপস্থিত হওয়া জরুরি। খাবার এড়িয়ে শুধু নসিহত করে চলে আসবেন। বিয়েবাড়িতে এলাকার বাহির থেকে লোকজন আসেন। তারা হয়তো জীবনে আর কখনো এখানে আসবে না। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাদেরকে দুচারটি দ্বীনের কথা শোনাতে পারলে, কথাগুলো তাদের মনে থাকবে। শুধু পুরুষ নয়, নারীদেরও সুযোগ বুঝে নসিহত করার চেষ্টা করব।

৭৯. অনুষ্ঠান-আয়োজন

এলাকায় অনুষ্ঠিত যে কোনো আয়োজনে ইমাম সাহেব হাজির হতে পারলে ভালো হয়। দাওয়াত না দিলেও দাওয়াতের নিয়তে উপস্থিত হতে পারি। উপলক্ষ্য বুঝে সংক্ষেপে দুচারটা নসিহত করতে পারি। যে বিষয়ে অনুষ্ঠান হচ্ছে, সে বিষয়ে শরিয়তের দিক-নির্দেশনা শোনাতে পারি। খতনা, নাককান ফোঁড়ানো, আকীকা, ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠানে বিষয়ভিত্তিক নসিহত করব।

৮০. জানাযা

এলাকার জানাযাগুলোতে যে কোনো মূল্যে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করব। জানাযার আগে সামান্য সময় হলেও কথা বলার চেষ্টা করব। আগে থেকে কথাগুলো গুছিয়ে রাখব। তখন সবার মন নরম থাকে। বিশেষ করে শোকাহত পরিবারের। জানাযায় এমন কিছু মানুষ থাকে, যারা পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ে না, ধর্মপালন করে না। কথা বলার সময় তাদেরকে মনে রাখব। কাউকে আঘাত করে বা বিব্রত করে নয়, আন্তরিক আবেদনের ভঙ্গিতে কথা বলব। মনে দাগ কাটার মতো করে নসিহত করব।

CamScanner

৮১. শোকপ্রকাশ

এলাকায় কেউ মারা গেলে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য যাবো। মসজিদ-মাদরাসায় নিজ উদ্যোগে দোয়া করব। মৃতব্যক্তি চলে যাওয়ার কারণে পরিবারটি আত্মিক, আর্থিকভাবে অচল হয়ে পড়ল কি না, খোঁজ রাখার চেষ্টা করব।

৮২. কাজি সাহেব

কাজী সাহেবের সাথে যোগাযোগ রাখব। তিনি কোথাও বিয়ে রেজিস্ট্রি করতে গেলে, সেখানে যেন সময় ও সুযোগ বুঝে নসিহত করেন, তাকে একথা নিয়মিত মনে করিয়ে দিব। বিশেষ করে বর ও কনে, শ্বশুর ও শাশুড়িকে উদ্দেশ্য করে জরুরি কথা বলার চেষ্টা করবেন। বিয়েতে উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে সম্ভব হলে কিছু নসিহত করব। খাবারের অপচয় রোধ করা, শরিয়তবিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকা, নামাজ পড়া, গীবত না করা বিষয়ে নসিহত করবেন। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রী ও শ্বশুর-শাশুড়িকে ক্ষমার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন। বিয়ের পর উভয়পক্ষে যেসব সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। স্বামী-স্ত্রী ও উভয় পরিবারে যাতে মিল-মহব্বত থাকে, সেজন্য খাস করে দোয়া করবেন।

৮৩. নেতা

দাওয়াতের সুবিধার্থে এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করব। তাদেরকে দাওয়াতি কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করব। তাদের অসমিচীন আচরণকে সাময়িকের জন্য উপেক্ষা করে হলেও মুখরক্ষামূলক সম্পর্ক ধরে রাখব। তাদের বাড়িতে ঘরোয়া মাহফিলের আয়োজন করব। নেতা অমুসলিম হলেও ন্যূনতম যোগাযোগ রক্ষা করব, উপেক্ষামূলক আচরণ করব না। নেতার শক্তিকে কীভাবে দ্বীনের কাজে ব্যবহার করা যায়, হেকমতের সাথে ভাবব।

৮৪. কমিউনিটি সেন্টার

কমুনিটি সেন্টারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলব। সেখানে কোনো অনুষ্ঠান হলে, ইমাম সাহেবকে যেন দাওয়াত দেয়া হয়, সেজন্য অনুরোধ করব। ইমাম সাহেব চেষ্টা করবেন না খেয়ে, শুধু নসিহত করে চলে আসতে। বেশি পীড়াপীড়ি করলে ভালো কথা। সবচেয়ে ভালো হয় ইমাম সাহেব রোজা রেখে গেলে।

৮৫. স্বেচ্ছাশ্রম

এলাকায় কিছু গরীব মানুষ থাকেন, দিনমজুর রেখে কাজ

করানোর সামর্থ রাখেন না, তাদের ঘর মেরামত, ফসল রোপন করা, ফসল কাটা, ক্ষেত্রে লাঙ্গল দেয়া, জমি নিরানি দেয়ার কাজে আমরা স্বেচ্ছাশ্রম দিতে পারি। মসজিদ ও মাদরাসার কাজেও স্বেচ্ছাশ্রম দিতে পারি। মসজিদ-মাদরাসার পক্ষ থেকে এলাকার বৃদ্ধদের খেদমতে নিয়োজিত হতে পারি। সপ্তাহে একদিন তাদের জামাকাপড় ধুয়ে দিলাম, তাদের ঘর গুছিয়ে দিলাম,তাদের বাজার সদাই করে দিলাম, তারা একাকী থাকলে তাদের সাথে কিছু সময় কাটিয়ে গল্প করে এলাম।

৮৬. কবর যেয়ারত

শিশু-কিশোরদের নিয়ে তাদের পূর্বপুরুষের কবর যেয়ারত করতে যাবো। বয়স্করাও সাথে থাকতে পারেন। আসা-যাওয়ার পথে দুনিয়ার তুচ্ছতা, আখেরাতের স্থায়ীত্ব, জন্ম ও মৃত্যু, জান্নাত ও জাহান্নাম নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

৮৭. সৎকার

মসজিদ-মাদরাসার পক্ষ থেকে মাইয়েতের গোসল, জানাজার এলান, কবর খনন, আতরলোবান, কাফনদাফনের দায়িত্ব নিতে পারি। এলাকার লোকজন

যেন পরিবারের কেউ মারা গেলে এসব নিয়ে পেরেশান না হয়, এজন্য মসজিদ-মাদরাসার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারি।

৮৮. হালপুরছি

এলাকার যারা বিদেশে থাকে, কর্মসূত্রে অন্য এলাকায় থাকে, তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করতে পারি। তাদের খোঁজখবর নিতে পারি, এলাকার খবরাখবর জানাতে পারি। এমন যাতে না হয়, শুধু টাকাপয়সা কালেকশনের সময় তাদেরকে স্মরণ করলাম, অন্য সময় ভুলে থাকলাম।

৮৯. কিতাবি তালিম

মসজিদে নিয়মিত কিতাবি তালিমের ব্যবস্থা করব। শিশু-কিশোরদের তালিমের দায়িত্ব বণ্টন করে দিব। পালাক্রমে তালীম করবে। শিখবে, শেখাবে।

৯০. একমিনিটের মাদরাসা

মাগরিব বা অন্য নামাজের আগে-পরে সুবিধাজনক সময়ে সংক্ষেপে একটা আমলের কথা বলব। একটা আয়াত পড়ে তরজমা ও সে আয়াতের আলোকে আমলের কথা বলে

কথা শেষ করে দিব। হাদীস পড়েও তাই করব। মৌলিক আমলগুলো নিয়মিত বলতে থাকব। নিত্যনতুন আমলের কথা বলা জরুরি নয়। দৈনন্দিন জীবনে পালিত আমলগুলোর প্রতি বেশি গুরুত্ব দিব।

৯১. সক্রিয় অভিভাবক

মসজিদ, মাদরাসা, মক্তবে পড়তে আসা ছাত্রদের অভিভাবককে খুবই গুরুত্ব দিব। ছাত্রদের মাধ্যমে নিয়মিত অভিভাকের কাছে দ্বীনি দাওয়াত পৌঁছাব। শুধু ছাত্র নয়, অভিভাবককেও মাদরাসার অংশ মনে করব। তার ইসলাহ, সংশোধন, তাযকিয়ার ফিকির করব। দোয়া করব। মসজিদ-মাদরাসার সাথে জুড়ে রাখার চেষ্টা করব।

৯২. প্রাণবন্ত বয়ান-খুতবা

জুমার বয়ান ও খুতবা যেন জীবন্ত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখব। জুমার বয়ানে সমসাময়িক বিষয়, চলমান বিষয়, বিশ্বপরিস্থিতি, জরুরি মাসালা-মাসায়েল আলোচনায় রাখার চেষ্টা করব। এজন্য অভিজ্ঞ খতিব সাহেবগণের সাথে পরামর্শ করব। অন্যরা এই সপ্তাহে কী বয়ান করবেন, খোঁজ নিব। পুরো বছরে অন্তত একবার যেন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো জুমার বয়ানে চলে আসে, সে চেষ্টা করব। ইন শা আল্লাহ।

৯৩. সাক্ষাতকার

প্রশ্নপত্রের একটা শীট তৈরি করব। প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে এলাকার শিশু-কিশোর, তরুনযুবাদের জীবন, চিন্তা, পড়াশোনা, পরিবার, যোগ্য, মানসিক শক্তি, সাহস, দায়িত্ববোধ, গোপন পাপ, গোপন আমল, তাহাজ্জুদ, ফজর সলাত, নফল সলাত, নজরের হেফাজত, তিলাওয়াত, মৌলিক আকীদা, কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ, হারাম সম্পর্ক, জীবনের লক্ষ্য, সমাজসেবা, উম্মাহর চিন্তা, জিহাদ, খিলাফাহ, ইসলামী রাজনীতি, গণতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে জানার চেষ্টা করব। নাম্বার দেয়ার ব্যবস্থা রাখব। সাক্ষাতকারের ফলাফল নথিভুক্ত করে রাখার চেষ্টা করব। যেসব বিষয়ে ঘাটতি আছে, কিছুদিন পরপর সেগুলোর খোঁজ নিব। উন্নতি বা সংশোধনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করব, ইন শা আল্লাহ।

৯৪. পীরসাহেব ও খানকাহ

উপমহাদেশে খানকাগুলোকে ঘিরে দ্বীনের মেহনত হয়েছে। পীর-দরবেশগণ গণমানুষের সাথে মিলেমিশে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত করেছেন। এলাকায় খানকাহ আছে? পীরবংশ আছে? খানকা ও পীরবংশের

প্রভাব-প্রতিপত্তি কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। খানকাহ বা পীরবংশে শরিয়াবিরোধী কোনো কার্যক্রম থাকলে, হেকমতের সাথে দূর করার চেষ্টা করব। খানকার মাধ্যমে মুরিদদের কাছে পৌঁছার চেষ্টা করব। প্রতিটি খানকা ও পীরের কাছে একদল তৈরি জনগোষ্ঠি থাকে। এদেরকে কাজে লাগাতে পারলে, অল্প মেহনতে অনেক বেশি ফল লাভ করা সম্ভব হবে।

৯৫. যুগজিজ্ঞাসা

বর্তমানে ফিতনার যুগ। সমাজ নিতনতুন ফিতনায় জর্জরিত। একেক বয়েসীর জন্য একেক ফিতনা। শিশুর জন্য ফিতনা, কিশোর-কিশোরীর ফিতনা, তরুন-তরুনীর ফিতনা, মধ্যবয়েসীর ফিতনা, বৃদ্ধের ফিতনা, নববধূর ফিতনা। প্রতিটি ফিতনা সম্পর্কে এলাকাবাসীকে সচেতন করার চেষ্টা করব। ফিতনার ধরণ ও বাঁচার উপায় বলব। বুদ্ধিবৃত্তিক ফিতনা সম্পর্কে সচেতন করব। সেকুলারিজম, গণতন্ত্র, শিরক, কুফর, বেদাত, কমুনিজম, পুঁজিবাদ, সুদ ইত্যাদির কুফল সম্পর্কে সচেতন করব ইন শা আল্লাহ। মোবাইলের ফিতনা, ইউটিউবের ফিতনা, ফেসবুক, টিকটক, ইনস্টাগ্রামের ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করব। ইন শা আল্লাহ।

৯৬. মুসল্লির সন্ধানে

প্রতিটি এলাকায় বিভিন্ন ধরণের মুসল্লি থাকেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মুসল্লি, দুয়েক ওয়াক্তের মুসল্লি, শুধু জুমার মুসল্লি, শুধু ঈদের মুসল্লি। ঈদের নামাজও পড়েন না, এমন মানুষও এলাকায় থাকেন। মসজিদের কাছে কারা কেমন মুসল্লি সে তথ্য থাকবে। শুধু পুরুষ নয়, নারীদের নামাজী বানানোর ফিকির-পরিকল্পনাও মসজিদের থাকবে। প্রতিটি শ্রেণীকে আরো ভালো মুসল্লি বানানোর ফিকির করব।

৯৭. স্কুলশিক্ষা তদারক

এলাকার ছেলেমেয়েরা স্কুলে কী শিখছে, কোন স্কুলে পড়ছে, সেখানে কার কাছে কী পড়ছে, সেটার খোঁজখবর মসজিদের কাছে থাকা জরুরি। ধর্মবিরোধী কিছু শিখছে কি না, জানার চেষ্টা করব। ভুল কিছু শিখলে, সঠিকটা স্পষ্ট করে শিখিয়ে দিব।

৯৮. ভালোর উৎস

এলাকায় কোন কোন ভালো কাজ নিয়মিত হয়, তার তালিকা রাখব। কারো মধ্যে ভালো গুণ দেখলে প্রশংসা

ও স্বীকৃতি দিব। অন্যদেরও ভালোকাজটা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করব। মেয়েদেরও ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত করব।

৯৯. গুনাহের উৎস

এলাকায় কোন কোন গুনাহ হয়, খোঁজ রাখার চেষ্টা করব। গুনাহের উৎস খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। মুরুব্বিদের সাথে বসে গুনাহের জড় উপড়ে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করব। এসব কাজ ঠাণ্ডা মাথায়, সুচিন্তিত হেকমতের সাথে আঞ্জাম দেয়ার চেষ্টা করব।

১০০. মিশনারি তৎপরতা

এলাকায় মিশনারী তৎপরতা আছে কি না, খোঁজ করব। এলাকার বেসরকারি স্কুল, এনজিও, দাতব্য সংস্থাগুলো কাদের দ্বারা পরিচালিত হয়, তারা সেবার আড়ালে ধর্মবিরোধী অপতৎপরতা চালাচ্ছে না তো? চৌকান্না থাকব। তেমন কিছু হলে স্থানীয় ওলামায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে প্রতিকার করার চেষ্টা করব।

১০১. ভ্রান্তির অপনোদন

এলাকায় কোনো ভ্রান্তচিন্তার প্রসার ঘটেছে কি না?

জানার চেষ্টা করব। ইসলামবিরোধী গুনাহমুখি চিন্তাগুলো চিহ্নিত করব। সেগুলো রোধ করার জন্য নিয়মিত কর্মশালার আয়োজন করব। জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মেহনত চালিয়ে যাবো।

১০২. ফরজ ইলম

এলাকার নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর সবাইকে ফরজ ইলম শিক্ষা দেয়ার ফিকির করব। বিভিন্ন মসজিদে ফরজে আইন কোর্স চালু আছে। তাদের সাথে যোগাযোগ করে নিজের মসজিদেও মেহনত চালু করার চেষ্টা করব।

১০৩. আদমশুমারি

মসজিদ-মাদরাসার কাছে এলাকার প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি ঘর, প্রতিটি মহল্লার তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। প্রতিটি শিশুর তথ্য থাকবে। তাদের বেড়ে ওঠা, তাদের শিক্ষাদীক্ষার খোঁজখবর থাকবে। মসজিদ-মাদরাসা তাদের বিনামূল্যে দ্বীন শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। শিশুর আকীকা, শিশুর নাম রাখা থেকে শুরু করে, শিশুর জীবনের প্রতিটি ধাপে মসজিদ-মাদরাসা জড়িয়ে থাকার চেষ্টা করবে।

CamScanner

১০৪. মেডিক্যাল ক্যাম্প

মসজিদ-মাদরাসার উদ্যোগে নিয়মিত বিরতিতে মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন করা যেতে পারে। বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে চক্ষুচিকিৎসা দেয়া হবে, কানের চিকিৎসা দেয়া হবে, রক্তপরীক্ষা করা হবে, রক্তের গ্রুপ শনাক্ত করে দেয়াহবে, প্রেশার মাপা হবে, ডায়াবেটিকস মাপা হবে। আরো যেসব চিকিৎসা দেয়া সম্ভব, ব্যবস্থা করা হবে।

১০৫. স্বাস্থ্য সম্মেলন

এলাকার লোকজন যাতে স্বাস্থ্য সচেতন হয়, এজন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন থাকবে। ডেঙ্গু থেকে বাঁচার উপায়, চোখের যত্ন নেয়ার উপায়, নাককান যত্ন নেয়ার উপায়, দাঁতের যত্ন নেয়ার উপায় সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে তোলার ব্যবস্থা থাকবে। স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে কী কী করতে হবে, সেটা জানানো হবে।

১০৬. ফার্স্ট এইড

এলাকার প্রতিটি বাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণ রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করব। বাড়ির মা-বোন, শিশু-

কিশোররা যাতে প্রাথমিক চিকিৎসায় দক্ষ হয়, এজন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করব। বাড়িতে সবসময় কী কী ওষুধ রাখতে পারি, কোন রোগের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কোন ওষুধ খেতে পারি, তার একটা সবাইকে মুখস্থ করিয়ে দিব। ইন শা আল্লাহ।

১০৭. পুরস্কার

নিয়মিত পুরস্কারের ব্যবস্থা করব। খুশু-খুযুর সাথে নামাজ পড়া, সুন্দর আচরণ, ভালো করে লেখাপড়া করা, সুন্দর হাতের লেখা, আগে আগে মসজিদে আসা, সারাবছর একটি ক্লাসেও অনুপস্থিত না থাকা, মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার, ভাইবোনের সাথে সুন্দর ব্যবহার, গত একমাসে একবারও ঝগড়া না করা, গত একমাসে একবারও গীবত না করা, গত একসপ্তাহে একবারও হারাম কিছু না দেখা, গত একসপ্তাহে একবারও গান না শোনা, গত একসপ্তাহে একবারও তাহাজ্জুদ কাযা না হওয়া, তাকবীরে উলা-প্রথম কাতার ছুটে না যাওয়ার জন্য পুরস্কৃত করতে পারি।

১০৮. যোগাযোগ ও প্রচার

মসজিদ-মাদরাসার আয়ব্যয়ের হিসাব আপ-টু-ডেট

রাখব। এলাকাবাসীর নিকট সবকিছু তুলে ধরব। মসজিদ-মাদরাসার কার্যক্রম অনলাইন বা নিজস্ব গ্রুপের মাধ্যমে সবাইকে জানানো যেতে পারে। আমরা এ বইতে নতুন বা অভিনব কিছু বলিনি। এসব কাজ অনেক ইমাম-আলিমই নিজ এলাকায় করে থাকেন। আমরা শুধু তাদের কাজগুলো একমলাটে এনে দেয়ার চেষ্টা করেছি।

১০৯. ব্যক্তিগঠন

ইমাম-আলিম এসব কাজ করতে গেলে, নানামুখি ফিতনার সম্মুখিন হবেন। নারীর ফিতনা, মালের ফিতনা, খ্যাতির ফিতনা, পদের ফিতনা। এতসব ফিতনা থেকে বাঁচতে হলে নিয়মিত আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে যাবো। নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠকালে 'ইহদিনা'-এর অর্থের দিকে খেয়াল করে পড়ব। মনেপ্রাণে আল্লাহ তাআলার কাছে সিরাতে মুস্তাকীম চাইব। আলে ইমরানের অষ্টম আয়াতে বর্ণিত দোয়া 'রাব্বানা লা তুযিগ' বারবার পড়তে হবে। বুঝে বুঝে পড়ব।

১১০. জুমার সুযোগ

জুমার জমায়েত অনেক বড় সুযোগ। এলাকার প্রায় সব পুরুষ ও শিশুকে একসাথে পাওয়া ভারী সৌভাগ্য ও

দারুণ সম্ভাবনার বিষয়। এই সুযোগকে কীভাবে সর্বোচ্চ কাজে লাগানো যায়, সে ফিকির করতে পারি। জুমার পর শিশুদের জন্য বিশেষ আয়োজন রাখতে পারি। বেশি সময় নয়, মাত্র ১৫ মিনিটের জন্য বসার অনুরোধ করতে পারি। অভিভাবককে আগেই বলে রাখতে পারি। পনের মিনিটে নামাজের মশক হতে পারে, দুটি সুরা ও একটি দোয়ার মশক হতে পারে। দুয়েকটি সুন্নত ও আদাব শিক্ষাদান হতে পারে। সবচেয়ে তাদেরকে ছোটখাটো হাদিয়া দেয়া যেতে পারে। একটা চকলেট, একপ্যাকেট বিস্কুট হতে পারে।

১১১. খুলুকিন আযীম

জীবনের প্রতিটি ধাপে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহোত্তম আদর্শ ধারণ করার চেষ্টা করব। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবীজির সুন্নতকে আমলে আনার চেষ্টা করব। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রচিত হয়েছে আমাদের 'খুলুকিন আযীম' বইটি। প্রায় ২৫০-টি সুন্নত বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করা হয়েছে। বইটাকে আমরা মসজিদ-মাদরাসায় নিয়মিত 'পাঠচক্রে' রাখতে পারি। রাব্বে কারীম কবুল করুন আমীন।

পাঠকের পাতা

CamScanner

দৃষ্টি আকর্ষণ

কুরআন কারীমকে ভালোবাসতে, কুরআন কারীমকে আপন করে পেতে, কুরআন কারীমকে একান্ত নিজের করে নিতে আমরা

- আই লাভ কুরআন
- সুইটহার্ট কুরআন
- মাই লাইফ জার্নি উইথ কুরআন

এই তিনটি বই সংকলন করেছি। এছাড়া কুরআন কারীমকে একাডেমিক পদ্ধতিতে বুঝতে চাইলে,

- আমার [illegible]
- ইলা উসুলি[illegible]
- ফী মানাকিবিল কুরআন
- ইলা রাওহিল কুরআন
- ইলা তানাসুবাতিল কুরআন

এই পাঁচটি বই সংকলন করেছি। আগ্রহ বোধ করলে সংগ্রহ করতে পারি

CamScanner

বইটা নিজে পড়ব, অন্যকে পড়তে দিব।
এছাড়া কুরআন, সুন্নাহ, সীরাহ,
ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস মিলিয়ে বিভিন্ন
বিষয়ে লেখকের মোট ৪১টি বই
প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহীগণ নিচের
ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারি

ISBN 978-984-93085-3-9

মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা
ঢাকা-১২১২। 01924-076365

বাংলাবাজার শাখা-১
১ আন্ডার গ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা। 01715-023118

বাংলাবাজার শাখা-২
কওমি মার্কেট, ৬৫/১ প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা। 01687-183012

www.maktabatulazhar.com

cover , kazi jubair mahmud . 01830338105